

১ বিভাগ

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। উত্তর দেওয়ার সময়ে উপরের লেখাটির কোনো অংশ হুবহু উদ্ধৃত করবে না।

ক. গল্পটিতে বর্ষায় প্রকৃতির রূপকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

.....

(3 marks)

খ. কবিতার সঙ্গে মামার সম্পর্ক কেমন? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

(2 marks)

গ. ছোটবেলায় কবিতাদের থাকার জায়গাটা কেমন ছিলো? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

(2 marks)

ঘ. সকালবেলায় মেয়েটি কি করতো? তার মনের অবস্থা কেমন হতো?

.....

.....

.....

(3 marks)

ঙ. কবিতাকে নিয়ে মা উদ্ভিগ্ন কেন? তিনি কিভাবে দায়মুক্ত হতে চান?

.....

.....

(2 marks)

চ. মায়ের মতে, মেয়েদের সৌখিনতা কী?

.....

(1 mark)

২. কবিতা সম্পর্কে বিভিন্নজন যেসব মন্তব্য করেছে, সে বিষয়ে তোমার নিজের ভাষায় ৫টি বাক্য লেখো।

ক.

.....
.....

খ.

.....
.....

গ.

.....
.....

ঘ.

.....
.....

ঙ.

.....
.....

(5 marks)

5

TURN OVER FOR THE NEXT QUESTION

৩. “কবিতার কথা” গল্পটিতে ব্যবহৃত নিচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত করো। তারপর সেই বিশেষ্য দিয়ে বাক্য তৈরি করো।

	বিশেষণ	বিশেষ্য	বাক্য
উদাহরণ	ঝড়ো	ঝড়	গত কাল এখানে খুব ঝড় হয়েছে।
ক.	উদার		
খ.	রক্তিম		
গ.	চারিত্রিক		
ঘ.	চিন্তিত		
ঙ.	সংসারী		

(5 marks)

5

৪. উপরের লেখা অনুযায়ী নিচের বাক্যগুলি সত্য, মিথ্যা, নাকি এই লেখায় এসব বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই? ঠিক ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখাও:

	বাক্য	সত্য	উল্লেখ নেই	মিথ্যা
ক.	প্রকৃতির রূপ দেখে কবিতা বিরক্ত হয়েছিলো।			
খ.	মামার সঙ্গে কবিতার খুব ভাব।			
গ.	ছেলেবেলায় কবিতারা শহরে থাকতো।			
ঘ.	ওদের বাড়ির সামনে ছিলো বিরাট মাঠ।			
ঙ.	সন্ধ্যায় সূর্য ডোবা দেখার জন্যে কবিতা বসে থাকতো।			
চ.	মামাকে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে।			
ছ.	মামার মতে, ঘর-সংসারের কাজের জন্যে প্রতিভার দরকার।			

(7 marks)

7

৫. নিচে মাঝখানকার কলামে যে-সব শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আছে, উপরের লেখায় ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দিয়ে সেগুলি বদল করো। কিন্তু এমনভাবে বদল করবে, যাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না-হয়। নিচে প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ / শব্দ-সমষ্টি	উপরের লেখায় ব্যবহৃত শব্দ / শব্দ-সমষ্টি
উদাহরণ	অগোছালো	এলোমেলো
ক.	যার ক্লান্তি নেই	
খ.	আওয়াজ	
গ.	আপন জন	
ঘ.	যিনি লেখেন	
ঙ.	অদৃশ্য	

(5 marks)

5

৬. নিচে দ্বিতীয় কলামে যে-শব্দগুলি আছে, সেগুলির বিপরীত শব্দ লেখো। তারপর সেই বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো। বিপরীত শব্দগুলি উপরের লেখা থেকে নেওয়ার দরকার নেই। প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
উদাহরণ	আলো	অন্ধকার	অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।
ক.	আসল		
খ.	ভেতর		
গ.	সামনে		
ঘ.	শেষ		
ঙ.	নরম		

(5 marks)

5

THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE

THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE

THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE

Acknowledgements of copyright-holders and publishers

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright owners have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements in future if notified.

“কবিতার কথা”

নিচের লেখাটি পড়ো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তর দাও:

অক্লান্ত বর্ষণ বাইরে। সেই সাথে এলোমেলা ঝোড়ো হাওয়া। মেঘের পরে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে আকাশটা। দুপুরেই যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে চারদিকে। একটানা বৃষ্টির শব্দ আর সেই সাথে নারকেল গাছের দীর্ঘ বাহুর মাতলামো কেমন যেন এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, তবু আলো জ্বালাতে ইচ্ছে হয়নি। জানালার পাশে বসে প্রকৃতির সাথে একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো কবিতা।

হ্যাঁ, কবিতাই ডাকে ওকে সবাই। যদিও ওর আসল নাম কাকলি চৌধুরী। ওর একমাত্র মামা মামুন রশিদ ওর নাম রেখেছেন কবিতা। মামুন মামা বলেন, কবিতা নামটি শুধুই ওর জন্যে। কবিতার অত্যন্ত প্রিয়জন আর অকৃত্রিম বন্ধু হলেন এই মামা। সেই শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত কবিতার সবকিছুতেই আছে যার উদার সমর্থন। ছেলেবেলায় মতিঝিলে থাকতো ওরা। ওদের বাড়ির সামনে ছিলো একটা বকুল আর শিউলি ফুলের গাছ। কবিতা খালি পায়ে ভোরের শিশির ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতো আপন মনে। বাসি কাজলের চোখ। বুকের দু পাশ দিয়ে দুলতো দুটো বেণী। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো চোখে মুখে টুপটাপ শিউলি আর বকুলের স্পর্শ। ... কী যে ভালো লাগতো!

বাড়ির পেছনের মাঠটা বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন ব্যস্ত থাকে গোল্লাছুট, কাবাডি আর কানামাছির গুঞ্জে, কবিতা নামের ভাবুক মেয়েটি তখন বিরাট দালানের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করে পড়ন্ত বেলার। কারণ ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম ছটায় পশ্চিমের আকাশটা যে ওর না-দেখলেই নয়। বাবা তখন বলতেন –

“ঘর-কুনো আলসে মেয়ে!”

কিন্তু মামা জানেন যে, কবিতা হচ্ছে ছাই-চাপা আঙুন। মামার ঘরে বসে ও প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত আর জীবনানন্দ দাশের কবিতা।

সম-বয়সীরা ওকে বলে বইয়ের পোকা। বাবা আক্ষেপ করে বলেন, “কলেজে পড়ে, অথচ ঘরের কাজকর্ম সে কিছুই শিখলো না।” মামা এর প্রতিবাদ করে বলেন, “ঘর-সংসারের কাজ? সে তো যে-কেউ করতে পারে! এর জন্যে কোনো প্রতিভার দরকার হয় না। কিন্তু আমার কবিতা মায়ের প্রতিভা হলো বিধাতার দান। ও হচ্ছে অসাধারণ মেয়ে।”

কলেজে কবিতার সংযত রূপ, ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মন কেড়ে নিলো সবার। কিন্তু ও যেন সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মা বিশেষ চিন্তিত্ব হলেন। কলেজে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, চোখের আড়ালে কখন কি ঘটে বলা যায় না। তার চেয়ে ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে কিছুটা দায়মুক্ত হওয়া যেতো।

সেদিন রান্নাঘরেই মা কবিতাকে বেশ বকাঝকা করলেন।

“সৌখিনতা না-করে হাতের কাছে একটু থাকলেও তো পারিস! ঘরের কাজকর্ম কিছুই শিখলি না। গল্প, গান, কবিতা - এসব করেই কি কাটবে তোর? কবি, লেখক, গায়ক হওয়া – এসব হচ্ছে ছেলেদের জন্যে, মেয়েদের আবার এসব কি?”

মায়ের কথায় চোখ ভিজে এলো কবিতার। সত্যিই তো সে সংসারী হলো না, হলো কাব্য-প্রেমিক!